ফর্ম নম্বর জে (২)

আইটেম নম্বর ২

কলকাতার উচ্চ আদালতের বিচার বিভাগ

দেওয়ানি পুনর্বিবেচনা এখতিয়ার

আপীল পক্ষ

শোনা হয়েছিল : ১০.১০.২০২৩

পাঠানো হয়েছেঃ ১০.১০.২০২৩

কোরাম :

মাননীয় বিচারপতি শ্রী হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

২০২৩-এর সি. ও. ৩১৩৮

শ্রী সন্দীপ মান্না

বনাম

শ্রীমতী ত্রিতেয়ী মান্না

উপস্থিতি : -

শ্রী শ্রীঞ্জয় দাস

সুশ্রী চৈতালী মান্না

সুশ্রী কিরণ রায়

শ্রী সুব্রত মজুমন্দর **.....আবেদনকারীর জন্য**

শ্রী পূর্বাংশু চন্দ্র মিত্র

সুশ্রী পিয়ালি মিত্র **.....বিরোধী পক্ষের জন্য**

রায়

(আদালতের রায় বিচারপতি শ্রী হিরণ্ময় ভট্টাচার্য দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।)

১) ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে একটি আকর্ষণীয় বিষয় উঠে এসেছে কুলিং-অফ সময়কাল প্রদান করেছে কিনা বিশেষ বিবাহ আইনের ধারা ২৮ -এর অধীনে মওকুফ করা যেতে পারে।

২) ২০২৩ সালের ২১শে আগস্ট ম্যাট-এ ২ নং আদেশ দ্বারা। ২০২৩ সালের মামলা নং ৩২৫, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা বিচারক, ১ শিয়ালদহ আদালত বিশেষ বিবাহ আইনের ২৮ নং ধারায় নির্ধারিত ছয় মাসের কুলিং-অফ সময়কাল মওকুফের জন্য আবেদন করে দেওয়ানি কার্যবিধির ১৫১ নং ধারার অধীনে দায়ের করা ২১ মার্চ, ২০২৩ তারিখের আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩) বিদ্বান বিচার বিচারের বিচারকের আগে, ২০১৪ সালের ১১১৮ নং স্থানান্তর পিটিশনে (দেওয়ানি) মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়টি এই যুক্তির সমর্থনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে বিশেষ বিবাহ আইনের ২৮ নং ধারার অধীনে কুলিং-অফ সময়কাল মওকুফ করা যেতে পারে।বিচারিক বিচারক পর্যবেক্ষণ করেন যে, উক্ত সিদ্ধান্তে, সুপ্রিম কোর্ট ছয় মাসের বিধিবদ্ধ সময়সীমা মওকুফ করতে পেরে খুশি হয়েছে, কিন্তু এই আদেশটি ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে পাস করা হয়েছে এবং তাই, বিচারিক বিচারক কুলিং-অফ সময়কাল মওকুফ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না।

৪) স্বামী ও স্ত্রীকে তাঁদের নিজ নিজ আইনজীবীরা প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁরা দুজনেই বলেন যে কুলিং-অফ সময়কাল মওকুফ করা যেতে পারে।

৫) হরভিন কৌর (২০১৭) ৮ এস. সি. সি. ৭৪৬-এ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সময় জানিয়েছিলেন যে কুলিং অফ পিরিয়ড মওকুফ করা যেতে পারে কিনা, তিনি বলেন যে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩- খ (২) ধারায় উল্লিখিত সময়কাল বাধ্যতামূলক নয় বরং ডিরেক্টরি এবং প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে আদালতের নিজস্ব বিবেচনার প্রয়োগের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, যেখানে পক্ষগুলির পুনরায় সহবাস শুরু করার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং বিকল্প পুনর্বাসনের সম্ভাবনা রয়েছে।

> "**১৪)** *বিজ্ঞ অ্যামিকাস কিউরিয়া দাখিল করেছেন যে আইনের ধারা ১৩- খ (২) -এর অধীনে প্রতীক্ষার সময়সীমা ডাইরেক্টরি এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে আদালত যেখানে বিচার মুলতুবি রয়েছে তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।*

কে. ওমপ্রকাশ বনাম কে. নলিনীতে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের রায়, রূপা রেড্ডি বনাম প্রভাকর রেড্ডির ক্ষেত্রে কর্ণাটক হাইকোর্ট, ধনজিৎ ভাদ্রা বনাম বীনা ভাদ্রার ক্ষেত্রে দিল্লি হাইকোর্ট এবং দীনেশকুমার শুক্লা বনাম নীতার বিচারে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের রায় দ্বারা এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত। কেরালা হাইকোর্ট এম কৃষ্ণ প্রীতা বনাম জয়ান মুরকানাট মামলায় বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। এটি বলা হয়েছিল যে ধারা ১৩- খ (১) আদালতের এক্তিয়ারের সাথে সম্পর্কিত এবং আবেদনটি কেবল তখনই রক্ষণযোগ্য যদি পক্ষগুলি এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে আলাদাভাবে বসবাস করে এবং যদি তারা একসাথে থাকতে সক্ষম না হয় এবং বিবাহ ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়। ধারা ১৩- খ (২) টি পদ্ধতিগত। তিনি বলেন যে সময়কাল মওকুফ করার বিচক্ষণতা ন্যায়বিচারের স্বার্থ বিবেচনা করে একটি নির্দেশিত বিচক্ষণতা যেখানে পুনর্মিলনের কোনও সম্ভাবনা নেই এবং পক্ষগুলি ইতিমধ্যে ধারা ১৩- খ (২) এ উল্লিখিত সময়ের চেয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং, আদালতের প্রশ্নগুলি বিবেচনা করা উচিতঃ

(i) কতদিন ধরে দলগুলি বিবাহিত?

(ii) কতদিন ধরে মামলা মোকদ্দমা চলছে?

(iii) কতদিন ধরে তারা আলাদা থেকেছে?

(iv) পক্ষগুলির মধ্যে কি অন্য কোনও কার্যধারা রয়েছে?

(v) পক্ষগুলি কি মধ্যস্থতা/সমঝোতায় অংশ নিয়েছে?

(vi) পক্ষগুলি কি প্রকৃত মীমাংসায় পৌঁছেছে যা খোরপোষ, সন্তানের হেফাজত বা পক্ষগুলির মধ্যে অন্য কোনও মুলতুবি বিষয়গুলির যত্ন নেয়?

১৫) আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে পক্ষগুলি বিধিবদ্ধ সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে আলাদাভাবে বসবাস করছিল এবং মধ্যস্থতা ও পুনর্মিলনের সমস্ত প্রচেষ্টা চেষ্টা করা হয়েছে এবং ব্যর্থ হয়েছে এবং পুনর্মিলনের কোনও সম্ভাবনা নেই এবং আরও অপেক্ষার সময়কাল কেবল তাদের যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত করবে।

১৬) আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে যথাযথ বিবেচনা করেছি। ঐতিহ্যবাহী হিন্দু আইনের অধীনে, যেহেতু এটি সংবিধিবদ্ধ আইনের আগে এই বিষয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিবাহ একটি ধর্মগ্রন্থ এবং সম্মতি দ্বারা ভেঙে দেওয়া যায় না। আইনটি আদালতকে সংবিধিবদ্ধ ভিত্তিতে বিবাহ ভেঙে দিতে সক্ষম করে। ১৯৭৬ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে, পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদের ধারণা চালু করা হয়েছিল। তবে, ধারা ১৩- খ (২)-এ পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন দায়ের করার পরে ছয় মাস আগে বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করার একটি বাধা রয়েছে। উক্ত সময়সীমাটি পক্ষগুলিকে পুনর্বিবেচনা করতে সক্ষম করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল যাতে আদালত কেবল পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করে যদি পুনর্মিলনের কোনও সুযোগ না থাকে।

১৭) *বিধানটির উদ্দেশ্য হল যদি বিবাহটি অপরিবর্তনীয়ভাবে ভেঙে যায় তবে পক্ষগুলিকে সম্মতির মাধ্যমে বিবাহ ভেঙে দিতে সক্ষম করা এবং উপলব্ধ বিকল্প অনুসারে তাদের পুনর্বাসন করতে সক্ষম করা। সংশোধনীটি এই চিন্তাভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল যে অনিচ্ছুক অংশীদারদের মধ্যে বিবাহের অবস্থা জোরপূর্বক স্থায়ীকরণ কোনও উদ্দেশ্য সাধন করে না। কুলিং-অফ সময়কালের উদ্দেশ্য ছিল তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে রক্ষা করা যদি অন্যথায় মতবিরোধের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা থাকে। উদ্দেশ্য ছিল উদ্দেশ্যহীন বিয়েকে স্থায়ী করা বা মিলনের কোন সুযোগ না থাকা অবস্থায় পক্ষের যন্ত্রণাকে দীর্ঘায়িত করা।*

যদিও বিবাহ বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হয়, যদি পুনর্মিলনের কোনও সম্ভাবনা না থাকে এবং নতুন করে পুনর্বাসনের সম্ভাবনা থাকে, তবে পক্ষগুলিকে আরও ভাল বিকল্প পেতে সক্ষম করার ক্ষেত্রে আদালতের শক্তিহীন হওয়া উচিত নয়।

১৮) বিধানটি বাধ্যতামূলক নাকি নির্দেশমূলক, এই প্রশ্নটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভাষা সর্বদা সিদ্ধান্তমূলক নয়। আদালতকে প্রসঙ্গ, বিষয়-বস্তু এবং বিধানের উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করতে হবে। বিচারপতি জি. পি. সিং-এর সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিমালা (৯ "সংস্করণ ২০০৪)-তে প্রণীত এই নীতিটি কৈলাশ বনাম নানখু-তে অনুমোদনের সাথে নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃষ্ঠা- ৪৯৬-৯৭, অনুচ্ছেদ ৩৪)

*"৩৪) এই বিষয়ে অসংখ্য মামলার অধ্যয়ন কোনও সর্বজনীন নিয়ম গঠনের দিকে পরিচালিত করে না, তবে এটি ছাড়া যে শুধুমাত্র ভাষা প্রায়শই সিদ্ধান্তমূলক হয় না, এবং এটি বাধ্যতামূলক বা ডিরেক্টরি কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রশ্নযুক্ত বিধিবদ্ধ বিধানের প্রসঙ্গ, বিষয় এবং উদ্দেশ্যকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। প্রায়শই উদ্‌ধৃত একটি অংশে লর্ড ক্যাম্পবেল বলেছিলেনঃ "বাধ্যতামূলক আইনগুলিকে কেবল ডিরেক্টরি হিসাবে বিবেচনা করা হবে কিনা বা অবাধ্যতার জন্য একটি অন্তর্নিহিত বাতিলকরণ সহ বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচনা করা হবে কিনা সে সম্পর্কে কোনও সর্বজনীন নিয়ম স্থাপন করা যাবে না।*বিচারের আদালতের কর্তব্য হল বিবেচনা করার জন্য সংবিধির পুরো সুযোগটি যত্ন সহকারে পালন করে আইনসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা।"""(পৃষ্ঠা ৩৩৮)

"আইনসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য", বিচারপতি সুব্বারাও, "আদালত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সংবিধির প্রকৃতি ও নকশা এবং এটিকে একরকম বা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে যে পরিণতি ঘটবে তা বিবেচনা করতে পারে, অন্যান্য বিধানগুলির প্রভাব যার মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ বিধানগুলি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা এড়ানো হয়; পরিস্থিতি, অর্থাৎ, সংবিধিতে বিধানগুলি অমান্য করার আকস্মিকতার ব্যবস্থা করা হয়েছে; বিধানগুলি মেনে না চলার জন্য কোনও জরিমানা করা হয়েছে বা হচ্ছে না; গুরুতর বা তুচ্ছ পরিণতি, যা সেখান থেকে প্রবাহিত হয় এবং সর্বোপরি, আইনের উদ্দেশ্যটি পরাজিত হবে বা এগিয়ে যাবে কিনা। 'যদি একই ডিরেক্টরি ধরে রেখে আইনের উদ্দেশ্যটি পরাজিত হয়, তবে এটি বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচিত হবে, তবে বাধ্যতামূলক সাধারণ সাধারণ অসুবিধা তৈরি করা হবে খুব নির্দোষ ব্যক্তিদের জন্য আরও বেশি উদ্দেশ্য ছাড়াই একই আইন প্রণয়ন করা হবে।

*" **১৯)** বর্তমান পরিস্থিতিতে উপরের বিষয়টি প্রয়োগ করে, আমাদের অভিমত হল যে, যেখানে কোনও বিষয় নিয়ে কাজ করা আদালত সন্তুষ্ট হয় যে, ধারা ১৩- খ (২)-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ সময়সীমা মওকুফ করার জন্য একটি মামলা তৈরি করা হয়েছে, সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে তা করা যেতে পারেঃ*

(i) ধারা ১৩- খ (২) এ নির্দিষ্ট ছয় মাসের বিধিবদ্ধ সময়কাল, দলগুলির পৃথকীকরণের ধারা ১৩- খ (১) এর অধীনে এক বছরের বিধিবদ্ধ সময়কাল ছাড়াও প্রথম প্রস্তাবের আগেই ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে;

(ii) মধ্যস্থতা/সমঝোতার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা যার মধ্যে আদেশ ৩২-এ নিয়ম ৩ ফৌজদারি কার্যবিধি/আইনের ২৩ (২) ধারা/পারিবারিক আদালত আইনের ৯ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষগুলিকে পুনরায় একত্রিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং আর কোনও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই দিকে সাফল্যের কোনও সম্ভাবনা নেই;

(iii) পক্ষগুলি প্রকৃতপক্ষে খোরপোষ, সন্তানের হেফাজত বা পক্ষগুলির মধ্যে অন্য কোনও মুলতুবি বিষয় সহ তাদের মতপার্থক্য নিষ্পত্তি করেছে।

(iv) অপেক্ষার সময়কাল শুধুমাত্র তাদের যন্ত্রণা দীর্ঘায়িত করবে।

ছাড়ের আবেদনটি প্রথম প্রস্তাবের এক সপ্তাহ পরে মওকুফের আবেদনের কারণ উল্লেখ করে দায়ের করা যেতে পারে। যদি উপরের শর্তগুলি পূরণ হয়, তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষার সময়কাল মওকুফ করা সংশ্লিষ্ট আদালতের বিবেচনার ভিত্তিতে হবে।

৬) ২০১৪ সালের ১১১৮ নং স্থানান্তর পিটিশনটি ২০১৫ সালের ৬ই মে সুপ্রিম কোর্ট তার আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে দেয়, যাতে ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এক্তিয়ার প্রয়োগকারী সুপ্রিম কোর্টের দুই সম্মানিত বিচারপতির দ্বারা পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করা হয়। তবে, মাননীয়া সুপ্রিম কোর্টের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা ও এক্তিয়ারের প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে মাননীয়া সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলির দ্বন্দ্বপূর্ণ অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানান্তর পিটিশনটি তিন অনুচ্ছেদের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া আইনের উল্লেখযোগ্য প্রশ্নগুলি অনুসরণ করে পরিসংখ্যানগত উদ্দেশ্যে বিচারাধীন থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিন বিচারকের বেঞ্চ দ্বারা।

"৫ **********

“৪) উপরের আদেশটি আমাদের দ্বারা গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে বর্তমান স্থানান্তর আবেদনগুলি মুলতুবি থাকবে কারণ আমরা মনে করি যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বিপুল সংখ্যক অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক কিছু গুরুত্বের একটি বিষয় সমাধান করা দরকার যা পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ চাইতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতার ফলস্বরূপ এই আদালতের মুখোমুখি হয়েছে।

৫) প্রশ্নগুলি এখানে নিম্নরূপ করা হয়েছেঃ

১) " “সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগের বিস্তৃত প্যারামিটারগুলি কী হতে পারে বাধ্যতামূলক সময়ের জন্য অপেক্ষা করার জন্য পারিবারিক আদালতে পক্ষগুলিকে রেফার না করে সম্মতিকারী পক্ষের মধ্যে বিবাহ হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩- খ ধারার অধীনে নির্ধারিত।

২) অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে এই ধরনের এখতিয়ার আদৌ প্রয়োগ করা উচিত নয় কি না বা প্রতিটি মামলার তথ্যে এই ধরনের প্রয়োগ নির্ধারণ করা উচিত কিনা।

৭) শিল্পা শৈলেশ বনাম বরুণ শ্রীনিবাসন ২০২৩ সালের এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৫৪৪ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন মাননীয় বিচারপতি এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় রিপোর্ট করেছিলেন, *অমরদীপ সিং* (উপরে)-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে এই ছাড় কেবল জিজ্ঞাসা করার জন্য দেওয়া হবে না, বরং আদালত সন্দেহাতীতভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য যে বিবাহ মেরামতের বাইরে ভেঙে গেছে।

> "২২. *সময়ের ব্যবধানটি পক্ষগুলিকে চিন্তাভাবনা, বিশ্লেষণ এবং একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করার জন্য বোঝানো হয়েছে। শীতল সময়ের উদ্দেশ্যটি ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন বিবাহকে প্রসারিত করা নয়, বা বিবাহের কাজ করার কোনও সম্ভাবনা না থাকলে পক্ষগুলির যন্ত্রণা ও দুর্দশা দীর্ঘায়িত করা নয়। অতএব, একবার বিবাহকে উদ্ধার করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং পুনর্মিলন ও সহাবস্থানের কোনও সম্ভাবনা নেই, আদালত পক্ষগুলিকে আরও ভাল বিকল্পের সুবিধা নিতে সক্ষম করতে অক্ষম নয়, যা বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করা। কেবল জিজ্ঞাসা করলেই ছাড় দেওয়া হয় না, তবে আদালত সন্দেহাতীতভাবে সন্তুষ্ট হয় যে বিবাহ মেরামতের বাইরে ভেঙে গেছে।"*

৮) তবে, সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ (১)-এর অধীনে ক্ষমতা ও এক্তিয়ার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর উল্লিখিত প্রতিবেদনের ৮ থেকে ১৩ অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট প্রক্রিয়া এবং মূল আইন থেকে সরে যেতে পারে যতক্ষণ না সিদ্ধান্তটি মৌলিক সাধারণ এবং নির্দিষ্ট জন নীতির বিবেচনার ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়।

৯) এর পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালতের অভিমত যে, অমরদীপ সিং (সুপ্রা) এবং শিল্পা শৈলেশ (সুপ্রা) এর ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের আলোকে কোডের ১৫১ ধারার অধীনে কুলিং-অফ পিরিয়ড মওকুফের আবেদনটি নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

১০) পরিপ্রেক্ষিতে, ম্যাটের ২১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের আদেশ নং ২ হিসাবে অভিযুক্ত আদেশটি ২০২৩ সালের স্যুট নং ৩২৫ বাতিল করা হয়েছে।

১১) *অমরদীপ সিং* (উপরে) এবং *শিল্পা শৈলেশ* (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের আলোকে কোডের ধারা ১৫১ এর অধীনে পক্ষগুলির দায়ের করা আবেদনটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য শিয়ালদহের অতিরিক্ত জেলা জজকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১২) পক্ষগণ, তবে, বিজ্ঞ আদালতের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতায় থাকবে ইতিমধ্যেই নির্ধারিত তারিখের প্রস্তুতির জন্য নীচে।

১৩) খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৪) এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি হিরণ্ময় ভাট্টাচার্য)

পিজি/এআর (সিটি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly